শ্রীল রূপ-গোস্বামীপাদ-বিরচিত

শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

37

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীলরূপ-গোস্বামীপাদ-বিরচিত

মূল শ্লোক, অনুবাদ, বঙ্গভাষায় প্রতিশব্দসহ অন্বয় ; শ্রীমদ্রাধারমণদাস গোস্বামী
বিরচিত 'উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা' ; শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ
ঠাকুর কৃত 'উপদেশামৃত-ভাষা' ও 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' এবং
প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-
ঠাকুরকৃত 'শ্রীউপদেশামৃত ভাষা' ও 'অনুবৃত্তি'
সহিত
শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের ভূতপূর্ব সভাপতি আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ
সম্পাদিত

ভিক্ষা ৫'০০

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক)

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

৬ষ্ঠ সংস্করণ ৫১০ শ্রীগৌরাব্দীয় অক্ষয় তৃতীয়া।

শ্রূয়তাং গীয়তাং নিত্যং চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং মুদা।
উপদেশামৃতং গ্রন্থরাজং ভজন-তত্ত্বদম্ ॥

মুদ্রাকর

শ্রীসারস্বত প্রেস

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সম্পাদকের নিবেদন

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপনকল্পে তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যে সকল অমূল্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, উপদেশামৃত তন্মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থমণি-সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পূর্বে শ্রীল গোস্বামিপাদের পূত-চরিতামৃত পানদ্বারা আত্মশোধনের যত্ন পাইতেছি। "নীচজাতি, নীচসঙ্গী, নীচের কূর্পর!"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এই দৈন্যোক্তি পাঠ করিয়া অনেকে মনে করেন, তাঁহারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা ধর্মান্তর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমান যে সর্বৈব মিথ্যা, তাহা গোস্বামিপাদদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত 'সর্বসম্বাদিনী'-নামক গ্রন্থে প্রদত্ত তাঁহাদের বংশ পরিচয় পাঠ করিলে সহজেই তাহা জানা যাইবে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশ-শক-শতাব্দীতে কর্ণাটক দেশে সর্বজ্ঞ নামক একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাটকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন। সে সময়ে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বর্ধমান জেলার শিখর ভূমিতে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নৈহাটিতে আলয়-নির্মাণ করেন। তাঁহার পঞ্চপুত্র-মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারশীল কুমারদেব যশোহর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ-নামক স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করেন। এই কুমারদেবের তনয়রূপেই শ্রীসমাতন ও শ্রীরূপ জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহারা উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় এবং তদানীন্তন রাজভাষা আরবী ও ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও কার্য-কুশলতা লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন স্বাধীন বঙ্গের নবাব গুণগ্রাহী হোসেনশাহ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রধান অমাত্যের পদে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকে রাজস্বসচিবের পদে বৃত এবং তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীসনাতনকে 'সাকর-মল্লিক' এবং শ্রীরূপকে 'দবির-খাস' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কখনও ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নাই, মালদহ জেলার অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-পূজিত শ্রীমদন-মোহনবিগ্রহ, রূপসরোবর, কেলিকদম্ব, প্রভৃতি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান। বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়ের (বর্তমান ইংরাজবাজার) উপকণ্ঠে উক্ত রামকেলি গ্রাম অবস্থিত। রাজকার্যকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন এইস্থানে বাস করিতেন এবং পণ্ডিতগণসহ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন। এই রামকেলি গ্রামে অবস্থানকালেই শ্রীল রূপগোস্বামী হংসদূত-নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

প্রজাহিতৈষী সুদক্ষ মন্ত্রিরূপে শ্রীরূপ-সনাতনের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইলেও তাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরমার্থ অনুশীলনেই বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক নীলাচলে গমন করিলে তাঁহার পাদপদ্ম-দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতৃদ্বয় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া দৈন্যপত্রসহ পুনঃ পুনঃ নীলাচলে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ভক্তদ্বয়ের কাতর আহ্বানে মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গঙ্গা ও জননী-দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই কথা প্রকাশ করিয়া নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে শুভবিজয় করেন এবং কয়েকদিন শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ভবনে ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্তন-বন্যা প্রবাহিত করিয়া রামকেলিতে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার সহিত অগণিত লোক দেখিয়া

নবাব হোসেনশাহ সৌভাগ্যক্রমে বিবেচনা করিয়াছিলেন —ইনি নিশ্চয় ভগবান্‌ হইবেন, নতুবা কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর পশ্চাতে এত লোক আসিবে কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন মধ্য রাত্রিতে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্বক দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান-প্রসঙ্গে বহু দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—"তোমরা দৈন্য পরিত্যাগ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমাদের দৈন্যপূর্ণ পত্র পাঠে স্থির থাকিতে না পারায় এখানে আসিয়াছি। তোমরা আমার নিজজন, শীঘ্র রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে চলিয়া আইস। পরমার্থ-বিষয়ক বহু কার্যভার তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে চলিয়া যাইবার পরেই শ্রীরূপ রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক অর্থাদিসহ নিজালয়ে আগমন করিলেন এবং অর্দ্ধেক অর্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিলেন। অবশিষ্ট অর্থের অর্দ্ধ কুটুম্বগণকে প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতনের ব্যয়ের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ে এক মুদী-ঘরে রাখিলেন। অবশিষ্ট অর্থ বিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণের নিকটে রাখিলেন। যেন প্রয়োজন হইলে ব্যয় করিতে পারেন। মহাপ্রভু সে যাত্রায় শ্রীবৃন্দাবন যান নাই। কানাইএর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কবে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন জানিবার জন্য শ্রীরূপ লোক পাঠাইয়া অবগত হইলেন—তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন অনুজ অনুপম (শ্রীজীবের পিতা বল্লভ) সহ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। ইঁহারা যখন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শনান্তে তথায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এইস্থানে মহাপ্রভু প্রথমতঃ শ্রীরূপ ও অনুপমসহ ত্রিবেণীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তথা হইতে বল্লভ-ভট্ট নামক

প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিতের আহ্বানে যমুনার অপরপারে আড়াইল গ্রামে তাঁহার ভবনে ভ্রাতৃদ্বয়সহ শুভবিজয় করেন। তথা হইতে প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপের নিকটে ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসতত্ত্ব বর্ণন করেন এবং (১) শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার, (২) শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ, (৩) শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা প্রণয়ন, (৪) ভক্তিসদাচার প্রবর্তন—এই চারিটি কার্যের ভার অর্পণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠান। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কিছুকালের জন্য নীলাচলে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন-দর্শনান্তে নীলাচলে যাইবার কৃপাদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীরূপ অনুপমসহ মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত সুবুদ্ধি রায় ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুকম্পিত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শনান্তে বঙ্গদেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য গঙ্গাতীরপথে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপের রাজকার্য পরিত্যাগের কিছু পরেই শ্রীসনাতন রাজকার্য পরিত্যাগের অভিলাষ নবাবকে জানাইলেন; কিন্তু তিনি তাহা অনুমোদন করিলেন না, পক্ষান্তরে শ্রীসনাতন চলিয়া যাইবেন আশংকায় তাঁহাকে হাজতে আবদ্ধ রাখিয়া উড়িষ্যা-বিজয়ে গমন করিলেন। শ্রীসনাতন কৌশলক্রমে কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া গোপনে চলিয়া আসেন এবং কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া মাসদ্বয় তাঁহার শ্রীমুখে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয় ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্বাত্মিকা হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইলেন। তিনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,— "এতদূর আসিয়াছ, শ্রীবৃন্দাবনদর্শন করিয়া নীলাচলে আসিবে; শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকেও আমি প্রয়াগ হইতে শ্রীব্রজধামে পাঠাইয়াছি।" শ্রীসনাতন রাজপথে শ্রীবৃন্দাবন গেলেন। শ্রীরূপ গঙ্গাতীরপথে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তজ্জন্য পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎকার হইল না। যাহা হউক, নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুইভাই শ্রীব্রজমণ্ডলে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতে

থাকেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট চারিটি কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথভট্ট ও শ্রীরঘুনাথদাস—গোস্বামিচতুষ্টয় শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডলে ভজন এবং সেবাকার্যসমূহের সহায়তা করেন।

শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যাইবার পথে গমনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করেন। নীলাচলে যাইবার কালে গঙ্গাতীরে অনুপম শ্রীরামচন্দ্রধাম প্রাপ্ত হন। শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয় একটি নাটক-রচনার অভিপ্রায়ে শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়াই নান্দী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে পুরীধামে যাইবার কালে সেই নাটক-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। উৎকল প্রদেশে সত্যভামাপুর গ্রামে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন,—'আমার নাটক পৃথকরূপে রচনা করিও, আমার কৃপায় তোমার নাটক অতি উত্তম হইবে।' নীলাচলে উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরূপকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে॥"
"কৃষ্ণোহন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

শ্রীসত্যভামা দেবীর স্বপ্নাদেশ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপ একটি নাটকের পরিবর্তে ব্রজলীলাত্মক 'বিদগ্ধমাধব' ও পুরলীলাত্মক 'ললিতমাধব' নাটকদ্বয় রচনা করিলেন। 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচয়িতা শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের সহিত নাটকদ্বয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং উল্লাসভরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সুমধুর রচনা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

একবার শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে সাহিত্যদর্পণের,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥"

—এই শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ইঁহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু যেভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী নিম্ন শ্লোকটি রচনার দ্বারা মহাপ্রভুর অসীম আনন্দ প্রদান করেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলীনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

শ্রীরূপ-রচিত শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যাত্মক নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়াও মহাপ্রভু অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

শ্রীরূপের হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার পাঁতির ন্যায় অতীব সুন্দর। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণ-কূলে আবির্ভূত হইয়াও দৈন্য বশতঃ কখনও শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, এমন কি, পাছে অলক্ষিতে শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চকগণের

স্পর্শ হইয়া যায়, এই আশংকায় শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন রাজপথেও যাইতেন না, দূরে হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট বাস করিতেন। সেই স্থানটি অধুনা 'সিদ্ধবকুল' নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের নিকটে শতমুখে শ্রীরূপের দৈন্য, সৌজন্য, পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, রচনা-নৈপুণ্য, ভজন-পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীরূপ ও সনাতন নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া অবশিষ্ট কাল শ্রীব্রজমণ্ডলেই ভজন করিয়াছেন। কেহ তথা হইতে পুরীধামে আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বাগ্রে আগ্রহ সহকারে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন—"আমার প্রিয়তম রূপ-সনাতন কেমন আছে? তাহাদের বৈরাগ্য ও অষ্টপ্রহর ভজন-পরায়ণতা কিরূপ দেখিলে?"

মহাপ্রভু নীলাচল ও গৌড়দেশস্থিত পার্ষদবৃন্দও শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত জনগণকে তাঁহাদের উক্ত গৌরবের পাত্রদ্বয়-সম্বন্ধে আহ্লাদিত চিত্তে অনুরূপ প্রশ্ন করিতেন,—

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥

"কহ—তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন্!

কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন?"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥

বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম সংকীর্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯/১২৪-১৩১

বস্তুতঃ শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের তুলনা নাই। তাঁহারা এক একদিন এক এক বৃক্ষতলে অবস্থানপূর্বক মাধুকরী-লব্ধ শুষ্ক রুটি ও চানায় জীবন-নির্বাহ করিতেন, অথচ অষ্টপ্রহরই ভজন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট সেবাচতুষ্টয়ে নিযুক্ত ছিলেন। নিগূঢ় রাগমার্গীয় ভজনের এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলসমূহ দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহাদের কৃপাতেই হইয়া থাকে। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী স্বীয় ধনাঢ্য শিষ্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দের সুরম্য ও সু-উচ্চ বিবিধ স্থপতি-নৈপুণ্যযুক্ত শ্রীমন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘু-ভাগবতামৃত', 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব', 'হংসদূতকাব্য', 'উদ্ধব-সন্দেশ', 'স্তবমালা', 'কৃষ্ণজন্ম তিথিবিধি', 'রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা', 'দানকেলি-কৌমুদী', 'আখ্যাতচন্দ্রিকা', 'মথুরা-মহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক চন্দ্রিকা', 'উপদেশামৃত' প্রভৃতি বহু উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীল কবিকর্ণপূর তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীল রূপপাদের গুণ-বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে সপ্তক্রোশ দূরবর্তী গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীগোপাল-দর্শনের অভিলাষ হইল। প্রিয়সেবক দূর পথ হাঁটিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর অনুসরণে গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিবেন না জানিয়া শ্রীগোপাল পূজকের হৃদয়ে ম্লেচ্ছাক্রমণের ভয় জাগ্রত করিয়া মথুরায় বিঠ্‌ঠলনাথের আলয়ে শুভবিজয়পূর্ব্বক সপার্ষদ শ্রীরূপকে একমাস-কাল দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল গোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীরূপপাদ বৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহার এই পরিচয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—

'শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য-গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ ॥"

শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণের পদধূলি লাভ করিতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যে প্রার্থনা করিতেছি,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥"

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে ষড়্‌বেগ দমনের, দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্তিপ্রতিকূল ছয়টি দোষ পরিত্যাগের, তৃতীয় শ্লোকে ভক্তির অনুকূল ছয়টি গুণের, চতুর্থ শ্লোকে প্রীতি লক্ষণাত্মক ছয়টি কার্ষের, পঞ্চম শ্লোকে মধ্যম অধিকারীর ত্রিবিধ অধিকারীর প্রতি কৃত্যের, ষষ্ঠ শ্লোকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন-নিষিদ্ধতার, সপ্তম শ্লোকে আদরের সহিত শ্রীনামগ্রহণের, অষ্টম শ্লোকে উপদেশ-সাররূপে রাগমার্গীয় ভজন-প্রণালীর ও ভজনীয় স্থানের, নবম শ্লোকে ভজনস্থান-সমূহের তর-তমতার এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের

সর্বশ্রেষ্ঠতার, দশম শ্লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনকারীর এবং একাদশ শ্লোকে শ্রীরাধা-কুণ্ডের মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্যার্থ প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়মুখী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা প্রত্যেকটি পদের অর্থ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর বর্তমান ধারার ভগীরথ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্লোকমালার সুললিত কবিতায় যে "ভাষা" এবং গদ্যে যে 'পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি' ও 'অনুবৃত্তি' লিখিয়াছেন, তাহাও প্রদত্ত হইল। শ্রীল রাধারমণদাস গোস্বামী-বিরচিত 'উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা'-ও সন্নিবিষ্ট হইল। এই সকল পাঠে অপ্রাকৃত রস-রসিক ভক্তগণ অপার আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের রস-সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা, তাহা হইতে জনসাধারণকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী'-ও উপসংহারে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণ শ্রীনামভজনের যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয়ও সংযুক্ত হইল। পাঠকবর্গ শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া এ অকিঞ্চনকে কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধব! সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীউপদেশামৃত

—ঃঃ—

ভক্তির প্রতিকূল কি ?

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়। যঃ (যেই) ধীরঃ (ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছারহিত পণ্ডিত ব্যক্তি) বাচোবেগং (বাক্যের বেগ) মনসঃ বেগং (মনের বেগ) ক্রোধবেগং (ক্রোধের বেগ) জিহ্বাবেগং (জিহ্বার বেগ) উদরবেগং (উদরের বেগ) উপস্থবেগং (উপস্থের বেগ) এতান্ বেগান্ (এই ষড়্‌বেগ) বিষহেত (ধারণ করিতে সমর্থ) সঃ (তিনি) ইমাং (এই) সর্বাং (সমস্ত) পৃথিবীং (পৃথিবীকে) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন)।

অনুবাদ। ১। যে কৃষ্ণৈকশরণ ঐকান্তিক ভক্ত (ক) বাক্যবেগ অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয় ব্যতিরেক অন্য কথায় বাক্য অপ্রয়োগ। (খ) মনবেগ অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোভিনিবেশ না করন। (গ) ক্রোধবেগ—অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই ক্রোধের বশবর্তী না হওয়া। (ঘ) জিহ্বাবেগ—অর্থাৎ কৃষ্ণ নিবেদিত প্রসাদ ব্যতীত কোন বস্তু গ্রহণ না করা, আর ভজন অনুকূলে সুস্থ

শরীর রক্ষা করার প্রয়োজন মত প্রসাদ গ্রহণ ব্যতীত এবং কৃষ্ণেতর কথায় কোনরূপ বাক্য প্রয়োগ না করা। (ঙ) উদরবেগ—অর্থাৎ ভজন অনুকূল সুস্থ শরীর রক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত আহার না করা। (চ) উপস্থবেগ—অর্থাৎ ত্যাগীব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম এবং গৃহীর আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনে দাম্পত্য জীবনে সংযম রক্ষা—হরিসেবা পরায়ণ ব্যক্তি হরিসেবার অনুকূলে এই কয়টি বেগ সর্বতোভাবে দমন করিতে পারিলে তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মায়িক জগতে বাস করিয়াও গোদাস না হইয়া গোস্বামী পদবাচ্য।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা।

শ্রীরাধারমণো জয়তি। শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেঽহং সাবধূতং সভক্তকম্। সাদ্বৈতং বিশ্বশক্তীনাং নিধানীকৃতরূপকম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণরাধাচরণাব্জসেবনে সদোদ্যতং তদ্বিধিপাবিতাখিলম্। শ্রীরূপগোস্বামিনমাদরেণ তং শৃঙ্গারসর্বস্বমথোঽহমাশ্রয়ে। শ্রীমদ্গোপালভট্টকং তং দীনানুগ্রহকাতরম্। নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্ত্যা তাড়িতভূতলম্। গোপীনাথঞ্চ তচ্ছিষ্যং রাধারমণসেবকম্। প্রপদ্যেঽহং মুদা গৌরাভক্ত্যানেকস্য পালকম্ ॥ যো হি জীবোপদেশস্ত শ্রীমদ্রূপপ্রকাশিতঃ। সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যামারভ্যতে ময়া ॥ শ্রীমজ্জীবনলালস্য পৌত্রো ভৃত্যোঽপি কশ্চন। তমেব স্বগুরুং নত্বা ব্যাখ্যামারভ্যতে মিতাম্ ॥ তত্র প্রথমতঃ। 'ক্রোধামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্তিঃ সম্ভাবনা ভবেদিতি'—ভাগবতে। কারিকাপ্রতিপন্নকৃষ্ণস্ফূর্তিপ্রতিবন্ধক-বাগ্বেগাদিনিয়মান্ শিক্ষয়তি বাচ ইতি। সর্বাং পৃথ্বীং শিষ্যাদিতি বাগাদি বেগসহনোপযোগেন সংবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা সর্বপাবনত্বাৎ। তদ্ভক্তিমুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ সর্বোঽপি জনস্তং শিষ্য এবেত্যর্থঃ। তেন চ তত্তদ্বেগসহনস্য ভক্তিপ্রবেশোপযোগিত্বমেব ন তু সাধনত্বম্। তস্যা স্বপ্রকাশত্বাভ্যুপগমদেবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

গুরুকৃপা-বলে লভি' সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্নবান্ ॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামী মহোদয়। উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয় ॥
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে। উপদেশ-ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে ॥
গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়। গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময় ॥
বাক্যবেগ, মনোবেগ ক্রোধবেগ আর। জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থবেগ ছার ॥
এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে। জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে ॥
কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়। ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয় ॥
ছয় বেগ সহি' যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়ে। নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে ॥১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ ॥ যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্ ॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ পীযূষ-পরিবেশিনী। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এই কারিকাসম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন-সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধা ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়। কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ-শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা, 'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥ —শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এই শ্লোকে প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ,

এই ছয়টি যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। 'ক্রোধামর্যাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ॥'—শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্লোকের তাৎপর্যে জানা যায় যে— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদয় হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচনপ্রয়োগদ্বারা; মানস বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথদ্বারা; ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি-প্রয়োগদ্বারা; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর-অম্ল-কটু-লবণ-কষায়-তিক্ত-ভেদে ষড়্বিধ রস-লালসাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াসদ্বারা; উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ-লালসাদ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। **ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য অস্মদ্গুর্বাচার্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটির সর্বাগ্রে অবতারণ করিয়াছেন।** উক্ত ষড়্বর্গনিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন, তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্বর্গ নিবৃত্তির উপদেশ আছে, তত্তৎ সাধন প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি শ্রবণ-কীর্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি।

ভক্তি অনুশীলন সময়ে উক্ত ষড়্বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ-নামাপরাধ-দমন চেষ্টার মধ্যে নামবল-কৃপায় এই প্রতিবন্ধক ও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হন। তদাশ্রয় অপরাধ, যথা—"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপরাধকৃৎ।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। ভক্তগণ যুক্তবৈরাগ্যপারায়ণ অর্থাৎ শুষ্ক বৈরাগ্যের অধিকারী ন'ন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসৎতৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র-বেগ,

ঘ্রাণ-বেগ ও শ্রবণ-বেগ নিয়মিত হয়, অতএব ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথিবজয়ী হন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহীভক্তের পক্ষে, কেননা গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জন গৃহত্যাগের পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণেতর কথা বাগ বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম ॥
স্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ ॥
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্প তৎপর ॥
এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয় ॥১॥

অনুবৃত্তি

দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে দয়া করি,' শিক্ষাষ্টকে শিখাইল ধর্ম। তাঁহার শ্রীমুখ হ'তে যা' শিখিল ভালমতে, প্রভু রূপ জানি সেই মর্ম ॥ জীবের কল্যাণ-খনি, প্রেমরত্ন-মহামণি গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল। গৌরভক্ত-কণ্ঠহার, উপদেশামৃতসার, রূপানুগে রূপ নিজে দিল ॥ কাল্পনিক নব্যমত, নাম বা করিব কত, ভক্তিপথে যারে বলে ভেল। মায়াবাদি কৃষ্ণ ত্যজি, মুখে শুধু গোরা ভজি, ভোগের বিলাসে বিন্ধি শেল ॥ ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হ'য়ে হত, উপদেশামৃতে মানে যম। শ্রদ্ধা করি' পাঠ করি', লাভ করে গৌরহরি, জানে রূপপদ বিনা ভ্রম ॥ রূপানুগজন-পদ, লভিবারে সুসম্পদ, রূপানুগজন-প্রীতি তরে। রূপ-উপদেশামৃত, শুদ্ধ-হরিজনাদৃত, অযোগ্যও সমাশ্রয় করে ॥ গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল। সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, পাইবার তরে এক

তিল। রূপানুগপূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবীবরা, তাঁহার দয়িতদাসদাস
রূপানুগ-সেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস, অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ ॥

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীরবেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। বাক্যের বেগ বলিতে নির্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্মকাণ্ড নিরতের কর্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভবজন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগ-সহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্যমান না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্‌চেষ্টাবিশেষ। মনের বেগ দ্বিবিধ-অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি কর্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস—এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কর্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি-জন্য, কর্মফল-লাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি-হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা-চিন্তাই মানসবেগসহনের ফল উহা মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ,—জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড়্‌রসের কোন রস-লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য বর্ধনশীল উদ্ভিদ্ ও শাক, গব্যপ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বুলোপকরণ, তাম্বুল, ধূম্রপান গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভূক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগে

হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদ-ভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহে নিজজড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানাপ্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।" 'ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে'।—চরিতামৃত। উদরবেগ অনেক সময়ে জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদিপালনে ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধানমতে নিশ্চর্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগ্রহণ, অষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-পিপাসা, কৃত্রিম, মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'বৈরাগি ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে।। স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন।। যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।

হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে॥' বাক্য, মন ও শরীরের পূর্বকথি ষড়বিধ চেষ্টা যিনি সম্যগ্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই গোস্বামী। বেগ ষট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব গোদাস-শব্দবাচ্য হন। গোস্বামিগণ কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামী চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহ ভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিত চর্বণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ —শ্রীমদ্‌-ভাগবত॥ ১॥

ভক্তির কণ্টক কি?

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ ২॥

অন্বয়। অত্যাহারঃ (অধিক সঞ্চয় বা আহরণ), প্রয়াসঃ (ভক্তি প্রতিকূল চেষ্টা), প্রজল্পঃ (অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা), নিয়মাগ্রহঃ (স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ) জনসঙ্গঃ (বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী তত্তৎসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ) লৌল্যঞ্চ (অসৎ-তৃষ্ণাময় মত-গ্রহণ-চাঞ্চল্য) ষড়্‌ভিঃ (এই ছয়টি দোষদ্বারা) ভক্তির্বিনশ্যতি (ভক্তি বিনাশ লাভ করে)॥ ২॥

অনুবাদ ঃ ২। (১) অত্যাহার—ত্যাগীর আড়ম্বর জীবন যাপন বা বাহ্যিক বৈভব এবং গৃহীর জাগতিক সুখভোগের জন্য ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য এবং ভবিষ্যতের জন্য অধিক বিষয় সম্পত্তির মালিকানা।

(২) প্রয়াস—ভক্তির অনুকূল নয় অনুরূপ বিষয়ে প্রচেষ্টা।

(৩) প্রজল্প—কৃষ্ণেতর বাক্য প্রয়োগ বা গ্রাম্যকথা।

(৪) নিয়মাগ্রহ—সাধনের অনুকূল নয় অনুরূপ নিয়ম পালনে নিষ্ঠা।

(৫) জনসঙ্গ—কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ব্যতীত গৃহব্রত এবং গৃহ মেধীর সঙ্গ।

(৬) লৌল্য—কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল অন্যান্য সাধনার প্রতি অনুরাগ। এই
টি হরিভজন ব্রত ব্যক্তির হরিভক্তির প্রবৃত্তিকে বিনাশ করে। সুতরাং
র্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্য তাদৃশাভ্যাসাভাবাৎ প্রাকৃতত্বেন তদবস্থায়ামেব ভক্তি-
াশক-প্রসাধকান্যাহ অত্যাহার ইতি দ্বয়েন। প্রয়াসঃ বিষয়োদ্যমক্লেশঃ
জল্পো বৃথৈব তত্তন্নিন্দাদিবাগাড়ম্বরঃ। নিয়মাগ্রহঃ প্রাকৃতে বৈষয়িকনিয়মে
গ্রহঃ। যদ্বা যস্য কস্যাপি ভক্ত্যঙ্গনিয়মস্যাগ্রহণঃ সাধকস্য রাগাভাবাৎ।
ধনাপি তদগ্রহে তল্লোভাদিত্যর্থঃ। জনসঙ্গশ্চ। সঙ্গশ্চ যঃ সংসৃতের্হেতুঃ,
ং ন কুর্যাৎ প্রমোদাস্বিতি, সঙ্গং ন কুর্যাৎ শোচ্যেষু ইত্যাদিভিঃ
র্বৈব নিষিদ্ধঃ। লৌল্যং চাঞ্চল্যং তেন ব্যাভিচারো লক্ষ্যতে তস্যাপি
শ্চলী চঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনা-
হেতুত্বমিতি ॥ ২ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

ত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ। লৌল্যাদি নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ ॥
ত্যাগী জনের সঞ্চয় অত্যাহার। অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার ॥
ক্ত-অনুকূল নয় সে সব উদ্যম। প্রয়াস-নামেতে তার প্রকাশ বিষম ॥
্যকথা প্রজল্প-নামেতে পরিচয়। মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসত্তৃষ্ণাময় ॥
য়ী যোষিৎসঙ্গী তত্ত্বসঙ্গী আর। মায়াবাদী ধর্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার ॥

সে সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর। বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর॥
নিয়ম-অগ্রহ আর নিয়ম-আগ্রহ। দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্তগলগ্রহ॥
একে স্বাধিকারগত নিয়ম-বর্জন। আরে অন্য-অধিকার-নিয়ম গ্রহণ॥২

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জনের কথা। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টি দোষ ভক্তিবিরোধী। অত্যাহার—অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ নির্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা; ততোধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার; ভজনপ্রয়াসিগণ বিষয়িদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না। প্রয়াস—ভক্তিবিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প—কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা। নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকার প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়ম-আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ—এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ—শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ। লৌল্য—নানা মতবাদি সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয়॥ ২॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়। অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥
প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন। প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥
কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে। প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥
ভজনেতে উদাসীন কর্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন॥

ষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত। জনসঙ্গী কুবিষয়বিলাসে বিব্রত ॥
ানা স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে ॥
ই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী। ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী ॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্মফলবাদিগণের ফলসঞ্চয়, অন্যাভিলাষী-
গের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানিগণের জ্ঞানাভ্যাসবিধি, কর্মীর
পস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রীপুত্রদ্রবিণাদিবিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানিগণের
াস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মিগণের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর
ন্দ্রিয়প্রীতিমূলক বাক্যাবলীই প্রজল্প। মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞানশাস্ত্রের
নয়মাবলী-গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ-শাস্ত্রের
নয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশে ইউটিলিটেরিয়ান্-
দগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত বিধির প্রতি মর্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। ভক্তি-
াভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগ মার্গ বলিয়া আপনার
ার্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং
বিনা। ঐকান্তিকী হরেভর্ক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।
কল্যাণ কল্পতরু—"মন, তোরে বলি এ বারতা। অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক
পায়, বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা ॥ সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান। না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥ পূর্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে
অবতারবুদ্ধি ধরি'। ব্রতাচার না মানিলে, পূর্বপথ জলে দিলে, মহাজনে
ভ্রম দৃষ্টি করি' ॥ ফোঁটা দীক্ষামালা ধরি' ধূর্ত করে সুচাতুরি, তাই
তাহে তোমার বিরাগ। মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ
প্রতি ছাড় অনুরাগ ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,

ইহকাল পরকাল যায়। কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥" "কি আর বলিব তোরে মন। মুখে বল "প্রেম প্রেম" বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন। অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ, মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥ প্রেমের সাধন—ভক্তি তা'তে নৈল অনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে। দশ অপরাধ ত্যজি,' নিরন্তর নাম ভজি', কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥ না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ। না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি, দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥ অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ। কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ॥ কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়। তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥" "কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়। চর্ম্মমাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি। কাম-আবরণে হায়, প্রেম এ'বে সুপ্তপ্রায়, প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'॥ শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে, নিষ্ঠা রুচি আসক্তি উদয়। আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥ ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে। এ ক্রম সাধনে ভয় কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥ নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ। ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥"

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং আশু ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজনসঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়িজন-সঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক

ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টার বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়প্রকার সাধনাদ্বারা কৃষ্ণানুগত্য-প্রবৃত্তি থাকে না, মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্বোত্তমা, এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এইগুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়, নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২ ॥

ভক্তির অনুকূল কি ?

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ
তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়। উৎসাহাৎ (ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ) নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়-বিশ্বাস) ধৈর্যাৎ (অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্যাবলম্বন) তত্তৎকর্ম-প্রবর্তনাৎ (শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জন) সঙ্গত্যাগাৎ (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গী সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্ত-রূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ) সতোবৃত্তেঃ (সাধু মহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন তাহা হইতে) ষড়্‌ভিঃ (অর্থাৎ এই ছয়টি দ্বারা) ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি (ভক্তি সিদ্ধ হন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ ৩। (১) উৎসাহ—ভক্তির অনুশীলনে যে ৬৪ প্রকার অঙ্গ আছে তাহা বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত পালন করা।

(২) নিশ্চয়—ভক্তি সাধনের পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও কোন প্রকারে নিরুৎসাহিত না হইয়া ভক্তি দেবী নিশ্চয়ই সাধনে সিদ্ধি দান করিবেন

এই দৃঢ় বিশ্বাসে স্বপ্নেও কোন সন্দেহ না রাখা। শ্রীহরি কৃপাময় অবশ্যই কৃপা করিবেন। ইহাতে অচলা বিশ্বাস।

(৩) ধৈর্য্য—শত বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও বা অভিষ্ট লাভে বিলম্ব হইলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অবিচলিত ধৈর্য্য অবলম্বন করা।

(৪) তত্তৎকর্মপ্রবর্ত্তন—অর্থাৎ ভক্তি অঙ্গ পালনে বিশেষ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন আদি সুযোগ লাভের জন্য নূতন নূতন ভক্তির অনুকূল বিষয় উদ্ভাবন।

(৫) সঙ্গ ত্যাগ—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ ত্যাগ। বিশেষ ভাবে গৃহীর পক্ষে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বা যোষিৎ সঙ্গ ত্যাগ।

(৬) সতবৃত্তি—সাধু মহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন তাহার অনুশীলন। বিশেষ যত্নের সহিত এই ছয়টি অনুধাবন করিলে ভক্তি ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়। সুতরাং সাধক সর্বতোভাবে এই কয়টি অনুশীলন করিবার যত্ন করিবেন।

উপদেশ-প্রকাশিকা টিকা

তত্তদঙ্গানুষ্ঠানে উৎসুক্যাৎ। নিশ্চয়াৎ বিশ্বাসাৎ। ধৈর্যাৎ স্বাভীষ্ট-বিলম্বেঽপি তত্তদঙ্গাশৈথিল্যাৎ। তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ তস্য ভগবদর্থভোগ-সুখপরিত্যাগাদিধর্মস্য করণাদিত্যর্থ। তথাচোক্তং—ভাগবতে। 'এবং ধর্মৈ মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদনাম্। ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোন্যার্থোঽস্যাবশিষ্যতে' ইতি ॥ সতো বৃত্তেঃ সদাচারাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

আনুকূল্য-সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার। উৎসাহ বিশ্বাস ধৈর্য তত্তৎকর্ম আর ॥
সঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়। ভক্তিযোগ সিদ্ধি লভে সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

ভক্তি-অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন। ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় ধৈর্যাবলম্বন ॥
যে কর্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস। যে কর্ম জীবনযাত্রা-নির্বাহে প্রয়াস ॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগে হয় সঙ্গবিবর্জন। সদাচার সাধুবৃত্তি সর্বদা পালন ॥
ত্যাগী ভিক্ষাযোগে আর গৃহী ধর্মাশ্রয়ে। করিবে জীবনযাত্রা সাবধান হয়ে ॥৩॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জীবনযাত্রা-নির্বাহ ভক্তির অনুশীলন এই দুইটিই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্ধে ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল-ক্রিয়া-ব্যবস্থা। শেষার্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, ভক্তিপোষক কার্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন। উৎসাহ—ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়—দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য—অভিষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ-কীর্তনাদি বিধি। কৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ-সুখ পরিত্যাগাদি নিষেধ। সঙ্গত্যাগ—অধর্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্‌বৃত্তি—সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করিয়াছেন। গৃহত্যাগী ব্যাক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম-বিধিসম্মত বৃত্তি ইহাই সদ্‌বৃত্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে। সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণভক্তি-প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥

কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই ॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥
কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥
কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে ॥
এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি ॥৩॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞান, কর্ম বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্যে যে সকল সাধন-বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয় কথা আছে তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধনভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।'—শ্রীগীতা। ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম বা অন্যাভিলাষ মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয়, এরূপ স্থিরধারণাই নিশ্চয়। জ্ঞানাদি মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ, এরূপ স্থিরবিশ্বাসই ধৈর্য। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণা। 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ, ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।'—শ্রীভাগবত। 'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।' শ্রীচৈতন্যভাগবত। মুমুক্ষু বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্তব্যানুষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণেতর সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে তত্তৎকর্মপ্রবর্তন বলে। ভক্তের ত্রিবিধাকারের স্ব-স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা। জ্ঞানী, কর্মী ও অন্যাভিলাষীকে

বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যাক্ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধানিরসন-চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল, বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর ত' কথাই নাই, এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্ত-সাধুর বৃত্তি গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। "জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।" ভক্তিব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং ভক্তিমার্গই সাধুর বৃত্তি। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্তব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়॥ ৩॥

ভক্তিপোষক সঙ্গ কি?

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥ ৪॥

অন্বয়। দদাতি (ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক দান) প্রতিগৃহ্ণাতি (ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ) গুহ্যমাখ্যাতি (স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের

নিকট ব্যক্ত করা) পৃচ্ছতি (ভক্তের গূঢ়বিষয় জিজ্ঞাসা করা) ভুঙ্‌ক্তে (ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা) ভোজয়তে (ভক্তকে প্রীতিপূর্বক ভোজন করান) চৈব ষড়্‌বিধং (এই ছয় প্রকার) প্রীতিলক্ষণম্‌ (সৎসঙ্গরূপ প্রীতির লক্ষণ) ।।৪।।

অনুবাদ ঃ ৪। এ জগতে মানুষ পরস্পর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা আনয়ন করে প্রীতি বস্তুর আদান প্রদানের দ্বারা। সুতরাং সাধককে রসিক ভক্তের স্নেহভাজন হইতে হইলে (১) তাঁকে প্রীতির বস্তু দান করিতে হইবে আর (২) তিনিও স্নেহ পরবশ হইয়া তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ যে বস্তু দিবেন তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ভজন রাজ্যে অগ্রসর হইতে যাইয়া পরিপ্রশ্ন দ্বারা ভজন রহস্য জানিয়া লইতে হইবে। (৪) তাঁর চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁর জীবনের ভজন রহস্য সুযোগ মত জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা জানিয়া লইবার চাতুর্য্য রাখিতে হইবে। (৫) ভক্ত আদরের সহিত যে ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করেন তাহা কালাকাল বিচার না করিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত সম্মান বা ভোজন করিবে।

(৬) অনুরূপ ভগবদ্ভক্তকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা ভোজন বা সেবা করিতে হইবে। এই ভাবেই ভক্তের স্নেহ ভাজন হইতে পারিলে "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ।।"

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং ভক্তিপোষকসৎপ্রীতেঃ কার্যতটস্থলক্ষণমাহ দদাতীতি স্ফুটমিদম্‌ ।।৪।।

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎসঙ্গ ত্যাজি' সাধুসঙ্গ কর ভাই। প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি সদাই ।।
দানগ্রহ স্ব-স্ব গুহ্য জিজ্ঞাসা বর্ণন। ভুঞ্জন ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ ।। ৪ ।।

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং ত্যজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গশোধক শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দিষ্ট। প্রীতিপূর্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক ভোজন করান—এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে। গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে॥ ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে॥ ভক্তজন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই ॥ ৪ ॥

অনুবৃত্তি

সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী এবং মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়া-বাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই।—অশ্রদ্দধানে হরিনাম-দান অপরাধের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটি দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই।

ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"আপন ভজনকথা, না কহিবে যথা তথা।" তাঁহাদের গোপনীয়-রহস্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হরিবিরোধিজন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ" ॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান প্রদান, রহস্য-নিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান-রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য ॥ ৪ ॥

মধ্যম ভক্তের ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবন কি ?

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

অন্বয়। যস্য (যাহার) গিরি (মুখে) কৃষ্ণ ইতি (এক কৃষ্ণনাম) তং (এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে) মনসা (স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে) (মধ্যম অধিকারী) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন)। চেৎ (যদি) দীক্ষাস্তি (কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন)। ভজন্তম্ ঈশম্ (এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে) তদা প্রণতিভিশ্চ (প্রণামাদি দ্বারা) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন) অনন্যং (একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত) অন্যনিন্দাদিশূন্য-হৃদং (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতি রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দনাভেদভাবশূন্যহৃদয়)

ভজনাবিজ্ঞং (মানস-সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন পরিপাট্যে কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে) ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা (স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া) শুশ্রূষয়া (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা) আদ্রিয়েত (মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন)।

অনুবাদ ঃ ৫। কোনরূপে ভক্তের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ রাখিতে হইবে তাহা এই পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে—

(১) কোন ব্যক্তি তত্ত্ব অনভিজ্ঞ হইয়াও এবং প্রকৃত তাৎপর্য না জানিয়াও যদি শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে তাহাকে মনে মনে আদর করিতে হইবে।

(২) আর যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া অর্থাৎ সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত চিৎ-অচিৎ সমন্বয়বাদের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত অনুরূপ ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে এবং স্বজাতীয় জানিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন ইত্যাদি প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) কিন্তু যাঁহারা পরমভাগবত ভজন রাজ্যের রহস্যে অভিজ্ঞ এবং শ্রীকৃষ্ণে 'সর্বাত্ম স্নপনম্' অনুরূপ ব্যক্তি কাহারও প্রতি দ্বেষ বা কোনরূপে মাৎসর্য রাখেন না। অনুরূপ ব্যক্তির সঙ্গেই ঐকান্তিক সঙ্গ একমাত্র কাম্য জানিয়া পূর্ব শ্লোকের বর্ণিত প্রীতির সম্বন্ধগুলি পরাকাষ্ঠা লাভ করে জানিয়া মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি আন্তরিক যত্নশীল হইবেন।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং স্বরূপসিদ্ধমেব ভক্তিমুপদিশতি কৃষ্ণেতি যস্য গিরীতি। গিরি বাচি শ্রীকৃষ্ণেতি নাম কিন্তু গুরোঃ সকাশাৎ দীক্ষা চেৎ অস্তি। তদা প্রণতিভিরীশং ভজন্তং যতো মানস-সেবয়া অষ্টকালীয়ভজনপরিপাটী-জ্ঞাতারম্ অতএব অনন্যং তাদৃশসেবাং বিহায় শ্রীশাদিষ্বপ্যননুগমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্। "তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনো হর্তুং ন শক্নুয়া" দিতি। অতএব ঈপ্সিতানাং

স্বজাতীয়ানাং সঙ্গলাভেন সর্বৈবান্যাবসরাভাবান্নিন্দাদিশূন্যহৃদয়মিত্যর্থ
এতাদৃশং ভক্তিরসিকং মনসা আদ্রিয়েত ইতি। অথবৈবং সম্বন্ধঃ।
গিরি কৃষ্ণেতি তং মনসৈবাদ্রিয়েত চেদ্ যদি দীক্ষাস্তি। তদা ঈ
ভজন্তং তং প্রণতিভিরাদ্রিয়েত। অনন্যং ভজনবিজ্ঞং তু শুশ্রূষয়া আদ্রিয়ে
অন্যানিন্দাদিশূন্যহৃদং তত্তু ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা আদ্রিয়েত ইতি। অত্র
উত্তরোত্তরম্ উৎকর্ষো জ্ঞাতব্যঃ। আদিনা দ্বেষাদিপরিগ্রহঃ। তদুক্তং
"সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যং সঙ্গদোষহরা হি তে" ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

অসৎ লক্ষণহীন গায় কৃষ্ণনাম। মনেতে আদর তাতে কর অবিশ্রাম॥
লব্ধদীক্ষ কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন। প্রণমি আদর তারে কর সর্বক্ষণ॥
ভজনচতুর যেই তাঁর কর সেবা। কৃষ্ণময় সবে দেখে সুবৈষ্ণব যেবা॥
শত্রু-মিত্র সদসৎ কিছু না বিচারে। সর্বোত্তমা সঙ্গ বলি সেবহ তাঁহারে॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা করোতি স মধ্যমঃ॥" —শ্রীমদ্ভাগবত। এই শিক্ষানুসারে সাধক যতদিন মধ্যম পদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্বত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দৃষ্টিবশতঃ শত্রু-মিত্র ভক্তাভক্তাদিভেদ উত্তম ভক্তের নাই। মধ্যম ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দেশ করিতেছেন। যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল বালিশ জানিয়া মধ্যম ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে

নে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত াকেন, তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবেন। অন্য নিন্দাশূন্য মহাভাগবতকে ীপ্সিতসঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবোধে আদর করিবেন। এই প্রকার বৈষ্ণবসেবাই র্বার্থ সিদ্ধির মূল ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

ষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া ॥
েই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া ॥
ামের ভজনে যেই কৃষ্ণ-সেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি সর্বদা অন্তরে ॥
ধ্যম বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়। আনুগত্য কর তার মনে আর কায় ॥
ামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ॥
ৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে। সর্বজনে সমবুদ্ধি করে কৃষ্ণব্রতে ॥
াদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট ॥
ুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্বতোভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে ॥

অনুবৃত্তি

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি া প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥" —শ্রীভক্তিসন্দর্ভ। এই শ্লোকের াৎপর্যমতে যাহা হইতে জড়ভোগবাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, েই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগ-

বক্তকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরা
আছেন, তাহাতে সম্বন্ধবিবেকের সহিত নামাশ্রয় করিবারই ব্যব
কৃষ্ণনামাশ্রিতজন ব্যতীত হরিভজন হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীস
শিক্ষায় শ্রীচরিতামৃতে ২২ পরিচ্ছেদ যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে ক
জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম॥ রতি-প্রেম-তারতম্যে
তর-তম"॥ শ্রীচরিতামৃতে মধ্য ১৪শ পরিচ্ছেদ—"সত্যরাজ বলে
চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ প্রভু কহে, যার
শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ অতএব যাঁর
এক কৃষ্ণনাম। সেই ত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান॥" শ্রীভাগবত এক
স্কন্ধ—'অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যে
ভক্তঃ প্রাকৃতঃস্মৃতঃ॥ যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে শ্র
করিয়া সম্মান করিবে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ—"কৃষ্ণনাম নি
যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" শ্রীসনাতন শি
—'শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবা
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসা
শ্রীভাগবতে একাদশে—'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈ
কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ'॥ মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বা
হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্তন যজ্ঞে আর
করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবি
হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পা
অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া
ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতি রহিত কেবল প্র
জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপসিদ্ধি
করিয়াছেন, মানস-সেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন-পারিপাট্যে

য়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না ওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাবরহিত এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়-আশয়-স্নিগ্ধ গণের মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদঃ—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥ ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥" ঐ ২২শ পরিচ্ছেদঃ—শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" শ্রীভাগবতে—"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজনপরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নাম পরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেই বাহ্যাভ্যন্তরের সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণনামে অখিল মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয়ক সম্যক্ উপলব্ধি করেন না, মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্তে একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রমমুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গর্বাভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময় মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন॥ ৫॥

প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব দর্শন হয় কি ?

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্ বুদ্ ফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। ইহ (এই প্রপঞ্চে অবস্থিত) ভক্তজনস্য (ভগবদ্ভক্তের) জনিতৈ (নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ) বপুষশ্চ দোষৈ (কদর্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া, জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ) দৃষ্টৈ প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত দৃষ্টিতে) ন পশ্যেৎ (দেখিতে নাই অর্থাৎ প্রাকৃত জী জ্ঞান করিতে নাই)। যথা বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈঃ (বুদবুদফেনপঙ্কদ্বারা গঙ্গাম্ভসা (গঙ্গাজলের) নীরধর্মৈঃ (নীরধর্ম-প্রভাবে) ব্রহ্মদ্রবধর্ম অর্থাৎ অপ্রাকৃত ন খলু অপগচ্ছতি (কদাপি পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ আত্মস্বরূপলক্ষ বৈষ্ণবের প্রাকৃতদোষ দেখিতে নাই)।

অনুবাদ ঃ ৬। বৈষ্ণবত্ব প্রাকৃত ধারণার মধ্যে বিচার্য নহে। সাধারণত বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়া আমরা ব্যক্তিকে জানিতে চাই। কিন্তু ভগবদ্ ভক্তের জন্মগত দৈহিক কদর্যতা বা সৌন্দর্য বা সুস্থতা বা অসুস্থতা, মধুরভাষী ব কর্কষতা এইসব দিয়া বৈষ্ণবত্ব হানিত্ব বা গৌরবত্ব বিচার করিতে হইবে না কৃষ্ণ নিষ্ঠাই তাহার মুখ্য গুণ। কৃষ্ণে নিবেদিত-আত্ম ব্যক্তি বাহ্যিক দোষ গু তাহার বৈষ্ণবত্বের বা অবৈষ্ণবত্বের পরিচিতি নহে। উপমাক্ষেত্রে তাই বল হইয়াছে গঙ্গাদেবী পতিত পাবনী কিন্তু বুদবুদ ফেন পঙ্ক ঐ গঙ্গা জলে ব্রহ্ম-দ্রব-ধর্ম অর্থাৎ পতিত পাবনত্ব কোন প্রকারে হানি করিতে পারে না। তবে তাই বলিয়া সহজিয়া দৃষ্টি দিয়া অসচ্চরিত্র যোষিৎ সঙ্গী, নাম অপরাধী, বৈষ্ণ অপরাধী এই সমস্ত অবৈষ্ণবত্ব আশ্রয়কারী অবৈষ্ণবের বৈষ্ণব বলিয়া তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

প্রাকৃতিকে লোকে তদ্বদাচারেণ ভক্তশ্চ প্রাকৃতত্বজ্ঞানেঽপি ন তদ্দৃষ্টি ধেয়েত্যাহ দৃষ্টৈরিতি। স্বভাবজনিতৈর্নৈসর্গৈর্লোভাদিদোষৈঃ কায়িকৈশ্চ মালিন্যজরাদিভির্ভক্তজনস্য প্রাকৃতত্বং ন পশ্যেৎ। লোভাদেব্যপদেশত্বেন মালিন্যজরাদেশ্চ সিদ্ধস্তচ্ছরীরাসম্ভবত্বেন তথা দৃষ্টৌ অপরাধাপাতাৎ। তদে-নান্যার্থদর্শনেনাহ গঙ্গাম্ভসামিতি। ব্যক্তমিদম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

নীরধর্মগত ফেনপঙ্কাদিসংযুক্ত। গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত ॥ সেইরূপ শুদ্ধভক্ত জড়দেহগত। স্বভাব-বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত ॥ অতএব দেখিয়া ভক্তের কদাকার। স্বভাবজ বর্ণ কার্কশ্যাদি দোষ আর ॥ প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে। শুদ্ধভক্তি দেখি' তাঁরে সর্বদা বন্দিবে ॥ ৬ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিৎ নয়; ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত ও স্বাভাবিক কিছু কিছু দোষ থাকে। যথা —কদর্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন—এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদবুদ-ফেন-পঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের তত্তদ্দোষদৃষ্টিক্রমে হেয়জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন ॥ ৬ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ। আর তাঁর দেহ-দোষে না করি রোষ॥ প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানি নিশ্চয়॥ হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥ ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন। বুদ্বুদ্-ফেন-পঙ্কজলে মিলন॥ অন্যজল গঙ্গালাভ হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়। সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি'। গর্বে ভক্তিভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি'॥ ৬॥

অনুবৃত্তি

ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীর দোষসমূহদ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হিঃ সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—শ্রীগীতা। কৃষ্ণভক্ত, প্রভুবংশে বা আচার্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাহাকে "গোস্বামী" "প্রভু" না জানিলে প্রাকৃতদর্শন হয় মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুলপ্রসূত হরিজন উভয়েই হরিজন। তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত বপুদোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়।

আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্যশুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃতসংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। আবার অনন্যভক্তি লাভ হইবার পূর্বে যাঁহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্যবংশ্য ও বৈষ্ণববংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতিমদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতবুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ-প্রাকৃত-জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ; অজ্ঞাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া একব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর

ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না, শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাদি-অনুশীলনের প্রণালী কি ?

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্ গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অন্বয়। নু (অহো) অবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যা পিত্তদ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যা-গ্রস্ত, তাহার নিকট) কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতা অপি (শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদি রূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না)। কিন্তু (যদি) আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং (নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি) জুষ্টা সতী (সেবন করা যায় তবে) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্বী ভবতি (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদি মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্‌গদমূলহন্ত্রী চ ভবতি (এবং কৃষ্ণবিমুখতা রূপে জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ ৭। কৃষ্ণ নাম রসস্বরূপ বা অমৃত স্বরূপ। অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ বিমুখতা বশতঃ অবিদ্যারোগ গ্রস্থ তাহার নিকট কৃষ্ণ নাম গুণ চরিতাদি তাহার অপ্রাকৃত স্বরূপ কখনই উপলব্ধির নহে সুতরাং অমৃতত্ত্বের আস্বাদন হয় না। যেমন পিত্ত রোগ গ্রস্থ ব্যক্তির জিহ্বায় সুমিষ্ট মিছরিও মিষ্টতার পরিবর্ত্তে তিক্ত বোধ হয়। তবে পিত্ত রোগ গ্রস্থ ব্যক্তি যেমন মিছরির আস্বাদন না পাইলেও মিছরি যদি জিহ্বায় দিয়া চুষিতে থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে আস্তে আস্তে শুধু যে জিহ্বার তিক্ততা

নষ্ট হইবে তাহা নয় ঐ পিত্ত রোগেরও মহৌষধির ন্যায় উহা কার্য করে এবং পরিশেষে ঐ ব্যক্তি মিছরির প্রকৃত আস্বাদন পাইতে পারে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে কোন ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্তের কৃপা লাভে যদি সৌভাগ্যবান হন, ঐ কৃষ্ণ ভক্ত যদি কৃপা করিয়া নামপ্রভুকে দান করেন এবং ঐ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ঐ নাম অনুশীলন করেন তাহা হইলে ঐ নামপ্রভু কৃপা করিয়া তার অবিদ্যা পিত্ত রোগ তো দূর করবেনই অর্থাৎ কৃষ্ণ বিমুখতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া 'প্রতিপদম্ পূর্ণামৃত আস্বাদনম্' কৃষ্ণ নামামৃত আস্বাদনে সৌভাগ্যান্বিত করিবেন।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্যাস্থিরত্বেন নামগ্রহণাদ্যরুচাবপি তদভ্যাসশৈথিল্যং ন বিধেয়মিত্যুপদিশতি—স্যাদিতি। অবিদ্যা অনাদিবৈমুখ্যং সৈব পিত্তং তেনোপতপ্তা কষায়িতা রসনা জিহ্বা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপি ননু অহো রোচিকা ন ভবতেব্য কিন্তুদাদরাৎ সৈব সিতা অনুদিনং জুষ্টা সতী ক্রমাৎ স্বাদ্বী তদ্গদমূলাপরাধহন্ত্রী চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

অবিদ্যা পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়। কৃষ্ণসংকীর্তনে রুচি নাহি হয় হায় ॥
সিতপল প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন। আদরে সেবিতে রুচি যেন সমীচীন ॥
কৃষ্ণকাম্যবিস্মৃতি অবিদ্যা গদমূলে। কৃষ্ণসংকীর্তনক্রমে হয় ত' নির্মূল ॥
সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন। অনুদিন বাড়ে রুচি হয় অনুক্ষণ ॥৭॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

তৃতীয় শ্লোকে যে সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎ সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি-অনুশীলনের এই প্রণালী এই সপ্তম

শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনামচরিতাদি-কীর্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশকরতঃ পরমস্বাদ্বী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপবিভুচৈতন্য সূর্যের কিরণ কণারূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করতঃ স্ব-স্বভাব ত্যাগপূর্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার সাধুগুরু প্রসাদে অনুদিন সেই নামচরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা নাশ হয়। সিতপলই তুলনাস্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না, ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্ত যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্যের সহিত কৃষ্ণনামোদিত রূপ-লীলাদি শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রিত সহ স্বাদ তুল্য হয়। অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তাতে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তির তপ্তহেতু সুপ্ত।। অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম ॥ নামমিশ্রি ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া ॥ ৭ ॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণনাম-চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি-

কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদি-রূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্নবস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া, নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥

ভজন প্রণালী কি ? ভক্তের বাস কোথায় ?

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। ক্রমেণ (ক্রমপন্থানুসারে) রসনামনসী (কৃষ্ণভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নামরূপচরিতাদি- (সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার) সুকীর্তনানুস্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্বক) তদনুরাগিজনানুগামী (ব্রজবাসিজনের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কালযাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ ৮। যে ব্যক্তির নাম ভজনের নিষ্ঠা আসিয়াছে, তাঁহার প্রেম লাভের জন্য (নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ)। জিহ্বায় কৃষ্ণ নামামৃত আস্বাদন ও মন কৃষ্ণে নিধি-ধ্যাসিত করিবার জন্য অপরাধহীন অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, চরিত্রাদি সমজাতিয়ে স্নিগ্ধে অর্থাৎ একই আশয় যুক্ত—যাহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই একমাত্র কামনা সেই রসিক ভক্তের সঙ্গে সম্যক কীর্ত্তন এবং তাহার অনুস্মরণাদিতে নিযুক্ত করিতে হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে এ জগতে বাস করাকালীন জাত রুচি ক্রমে কৃষ্ণবসতিস্থলে বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাস্থল ব্রজে বাসপূর্ব্বক ভজননিষ্ঠ অনুরূপ ব্রজবাসিগণের সঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণযোগে কালযাপন করাটাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজন অনুকূলতা। ইহাই ভজনশিক্ষার সার কথা।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ননু তাদৃশাভ্যাসো কুত্র স্থিত্বা বিধেয়ঃ মনশ্চ কুত্র নিযোজ্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামুপদেশসারমাহ তদিতি। তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বেন তাদৃশরূঢ্যা যশোদানন্দনত্বেন চ ব্রজে খ্যাতস্য নামরূপচরিতাদিবিষয়িকে যে কীর্তনানুস্মৃতী তয়োঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ব্রজ এব তিষ্ঠন্ সন্ অখিলং কালং নয়েৎ। ননু ভক্তৈশ্চ ভক্তানুগত্যানুরূপত্বাদ্ভক্তানাং চ দ্বৈবিধ্যাৎ কেহনুগম্যা ইত্যাশংক্যাহ—তদনুরাগিজনানুগামীতি। তং ব্রজং ব্রজস্থ-লীলান্তঃপাতিং নরলীলং ভক্তমনুগন্তুং শীলং যেষাং তেষাং গুর্ব্বাদি-জনানামিত্যর্থঃ। ব্রজানুরাগিজনানুগামী সন্ ন তু পুরাদ্যনুরাগিজনানুগামী সন্ ইতি বা। ভক্তানাঞ্চ তটস্থলীলান্তঃ-পাতিত্বাদয়ো ভেদা ন প্রীতয়ে অনু-রাগায় ইত্যস্য শ্লোকস্য বৈষ্ণব-তোষিণ্যাং দৃশ্যা ইতি॥ ৮॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে। নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত

ক্রমে ক্রমে। ব্রজে বসি' অনুরাগীর সেবা-অনুসার। সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশসার ॥ ৮ ॥

এই অষ্টম শ্লোকে ভজনপ্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি-প্রণালীতে নৈরন্তর্য সাধনাভিপ্রায়ে নাম-রূপ-চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ-বিধি-যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজ-বাসেরই প্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয় ॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্ত্তনস্মরণকালে-ক্রম পথে ধায় ॥
জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি-ব্রজজনানুস্মরিয়া ॥
নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন। এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ ॥ ৮ ॥

অনুবৃত্তি

অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রম-পন্থানুসারে কৃষ্ণনাম রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমনপূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধক জীবনে আদৌ শ্রবণ দশা তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচ প্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ। অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা

ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্যই সমাধি। স্মরণদশার পরই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।"—শ্রীচরিতামৃত। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।" 'রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে।' "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেৎভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।"—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ বাহ্য অভ্যন্তরে ইহার দুই ত' সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥" "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেন চাত্র হি তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্য ব্রজলোকানুসারতঃ ॥' "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেম পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥" "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥" "দাস সখাপিত্রাদি প্রেয়সীর গণ"—শ্রীচরিতামৃত। শান্তরসে গো, বেত্র, বেণু, কদম্বাদি, দাস্যরসে, চিত্রক-পত্রক- রক্তকাদি, সখ্যরসে, বলদেব, শ্রীদাম, সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদাদি, মধুর রসে রাধিকা-ললিতাদি ব্রজবাসি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানস-সেবনাদিই উপদেশসার ॥ ৮ ॥

ভজনস্থানমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কি ?

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী

তত্রাপি রাসোৎসবাদ্

বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন) বৈকুণ্ঠাৎ (ঐশ্বর্যময় পর ব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে) মধুপুরী (মাথুরমণ্ডল অর্থাৎ মথুরা) বরা (শ্রেষ্ঠা) তত্রাপি (মথুরামণ্ডলের মধ্যে) রাসোৎসবাৎ (রাসোৎসব-নিবন্ধন) বৃন্দারণ্যং বরং (বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ)। তত্রাপি (সেই বৃন্দাবনমধ্যে) উদারপাণি (শ্রীকৃষ্ণের) রমণাৎ (নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া) গোবর্ধনঃ বরঃ (শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ)। ইহাপি (এই গোবর্ধনের সন্নিকট) গোকুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমাবৃতাপ্লাবনাৎ (প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া) রাধাকুণ্ডং বরং (শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ)। গিরিতটে (শ্রীগোবর্ধন প্রান্তে) বিরাজতঃ (বিরাজমান) অস্য (এই শ্রীরাধাকুণ্ডের) কঃ বিবেকী (কোন ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত) সেবাং ন কুর্যাৎ (সেবা না করিবেন?) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ ৯। অধোক্ষজ ভূমিকায় চিৎ-রসের উৎপত্তি এবং অপ্রাকৃত ভূমিকায় উহার ক্রম-বিকাশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। চিৎ-রসের প্রথম উৎপত্তি এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরজারও উপরে যে বৈকুণ্ঠ ধাম সেখানে প্রথম চিৎ-রসের আবির্ভাব। কিন্তু অজ ভগবান তাঁর বৈকুণ্ঠত্ত্ব বা ভগবত্ত্বের কোন রূপ হানি না করিয়া বসুদেবতত্ত্ব শুদ্ধ সত্ত্ব ভূমিকা যাহা হইতে দেবকী-দেবরূপীনাম্ অর্থাৎ প্রাকৃত ভূমিকার অতীত সেখানে যে ভগবানের আবির্ভাব উহা বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব হইতেও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।

আবার যখন স্বয়ংরূপে ভগবান নন্দ-নন্দনের রাসাদি লীলা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে রাধারমণ কৃষ্ণের উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে এক এক গোপীর সঙ্গে মিলিত হইয়া বহু গোপী বল্লভা রূপে তাঁর যে রমণ ক্রীড়া উহা মথুরা হইতেও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে এবং বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। এইরস সর্ব উৎকর্ষতা এবং চমৎকারিতা লাভ করিয়াছে শ্রীগোবর্ধন গিরির সন্নিকটে অবস্থিত প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে। সেখানে স্বয়মবর লভতে জয়শ্রী। শ্রীরাধা-গোবিন্দের কুঞ্জলীলায় নিভৃত মিলন। সুতরাং রাগানুগাভাব প্রণোদিত কোন্ ভজনবিজ্ঞ ব্যক্তি এই রাধাকুণ্ডে আশ্রয় করিয়া রাধা গোবিন্দের যুগল সেবা লাভের যত্নশীল হইবেন না? এইখানেই অপ্রাকৃত রসের সর্বতোভাবে চমৎকারিতা ও রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা চরম প্রাপ্তি আর কিছু হইতে পারে না।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্র পূর্বং যদ্‌ব্রজ এব তিষ্ঠন্ ইত্যুক্তবা তত্রাপি কুত্রেত্যত আহ—বৈকুণ্ঠাদিতি। জনিতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারণাদ্ধেতোঃ বৈকুণ্ঠাৎ সকাশাৎ মধুপুরী বরা মাথুরং মণ্ডলমুৎকৃষ্টম্। তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌বৃন্দারণ্যম্। তত্রাপি উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্যতঃ যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপানৌরমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্ধনঃ, ইহাপি শ্রীরাধাকুণ্ডং তত্র হেতুঃ গোকুলেত্যাদি। গোকুলপতেঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য যৎ শ্রীরাধাবিষয়কং প্রেমামৃতং তৎ কর্তৃকং যদা প্লাবনং সংব্যাপনং তস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ; তদুক্তম্। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়মিতি। অথবা গোকুলপতিসম্বন্ধি যৎ প্রেমামৃতং তেনৈব ভক্তস্যাপ্লাবনং ভবতি যস্মিন্ ততো এবং হেতোরিতি। যস্মাদ্ গিরিতটে বিরাজতঃ প্রকাশমানত্বেন স্থিতিস্যাস্য শ্রীকুণ্ডস্য সেবাং কো বা বিবেকী ন কুর্যাৎ, অপি তু সর্ব এবেতি যথোত্তরং হেতু প্রকর্ষাত্তত্তৎস্থানস্য চিদ্রূপাবিশেষেঽপি স্বরূপশক্তিস্বাভাবিকবৈচিত্রীবশাদেব শ্রৈষ্ঠ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুরমণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন যথা রাসস্থল ॥ তদপেক্ষা গোবর্ধন নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥৯॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধা-কুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্বোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-লিখিত)

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥ মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন-ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন শৈল। গিরিধারী গান্ধর্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥ গোবর্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড তট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥ গোবর্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥ নির্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ডতীর সর্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥ ৯ ॥

অনুবৃত্তি

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্মনিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড সেবা বর্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোঽভিনিবেশ করিবেন? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥ ৯ ॥

ভজনকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ ১০ ॥

অন্বয়। কর্মিভ্যঃ (সর্বপ্রকার সৎকর্মনিরত পুণ্যবান্ কর্মী হইতে) পরিতঃ (সর্বতোভাবে) জ্ঞানিনঃ (গুণত্রয়বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তয়া (প্রিয় বলিয়া) ব্যক্তিং যযুঃ (শাস্ত্রে উল্লেখ আছে)

তেভ্যঃ (সর্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ (জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) ততঃ (সর্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) প্রেমৈকনিষ্ঠাঃ (প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তেভ্যঃ (সর্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) তাঃ পশুপালপঙ্কজ দৃশঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়)। তাভ্যোপি (সর্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা) সা রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা) প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদ্বদিয়ং (শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদীয় সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডও সেইরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) কঃ কৃতী (কোন্ সৌভাগ্যবান কৃষ্ণভক্ত) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালভজন না করিবেন ?) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ ১০। সর্বপ্রকার সৎকর্মনিরত পুণ্যবান্ কর্মী হইতে সর্বতোভাবে গুণত্রয়বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, সর্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান। সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, সর্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ, তাহা অপেক্ষা কৃষ্ণগত প্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন না করিবেন ?

আত্মারামতারও বহু উর্ধে যে রাগানুগা ভক্তি এই রাগানুগা ভক্তের আত্মায় বহু সৌভাগ্য ফলে শ্রীমতীরাধিকার সেব্য অপ্রাকৃত কামদেব যে মদনমোহন সেই মদনমোহনেরও মোহিনী যে শ্রীমতীরাধিকা তাঁর গণে গণিতা কোন প্রিয় নর্মসখীর যে রাগাত্মিকা ভাব তাহা রাগানুগাভাবে সঞ্চারিত হইলে আত্মায় যে মঞ্জরীভাব সেই অবস্থায় শ্রীমতী রাধিকার পাল্যদাসীরূপে প্রেম

প্রস্রবণের যে চরম মাধুর্য্য এবং পরাকাষ্ঠা স্বরূপ যে রাধাকুণ্ড সেই রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া অষ্টকালীয় ভজন লাভই একমাত্র মৃগ্য।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীকুণ্ডস্যৈব বরত্বে রাদ্ধান্তপূর্ব্বক হেতুরত্নমাহ। কর্ম্মিভ্যঃ ইতি কর্ম্মিভ্যঃ কাম্যকর্ম্মনিষ্ঠতা শ্রীভগবতো বৈমুখ্যাৎ কর্ম্মণা জায়তে ইত্যাদিবৎ কেবল-কর্ম্ম-নিষ্ঠেভ্যঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ব্রহ্মাখ্যসামান্যাবির্ভাব সাম্মুখ্যাৎ জ্ঞানিন এব হরেঃ প্রিয়ত্বেন ব্যক্তিং যযুঃ। তেভ্যোঽপি যে পূর্ব্বং জ্ঞানেন মুক্তাঃ পুনর্ভক্তি-প্রধানা জ্ঞানিচরাঃ সনকাদয়স্তেভ্যোঽপি প্রেমৈকনিষ্ঠা নারদাদয়ঃ। তেভ্যোঽপি তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভরাদনির্ব্বাচ্যাঃ শ্রীব্রজসুন্দর্য্যঃ হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ। তত্রাপি সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ইতি প্রমাণাৎ শ্রীরাধৈব শ্রীহরের্নিরবধিপ্রেমবসতিস্তদ্বদেবেয়ং তদীয়সরসী চ প্রেষ্ঠা। যতঃ সর্ব্বতোঽপি বরিষ্ঠাং তাং কঃ কৃতী নাশ্রয়েৎ, অনন্যত্বেন শরণং ন গচ্ছেদপি তু সর্ব্ব এবেত্যর্থঃ॥ ১০॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

চিদন্বেষী জ্ঞানী জড়কর্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীচর ভক্ত তদপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ॥ প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি। গোপীগণে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি' মানি॥ সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা। তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা॥ এ-হেন প্রেমের স্থান গোবর্দ্ধন-তটে। আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে॥ ১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জগতে যত প্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজন-কারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্মী

হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞান-বিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং যাঁহারা পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন॥ ১০॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-লিখিত)

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্মী। হরিপ্রিয়জন বলি' গায় সব ধর্মী॥ কর্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন। সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥ জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্তজ্ঞানী জন। পরা ভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন॥ ভক্তিমান্ হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥ গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা। সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥ সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥ ১০॥

অনুবৃত্তি

যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন॥ ১০॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন ?

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতি প্রেয়সিভ্যোঽপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়। রাধা (শ্রীমতী রাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) উচ্চৈঃ (অতিশয়) প্রণয়বসতিঃ (প্রণয়ের পাত্র) প্রেয়সিভ্যোঽপি তথা (এবং অন্যান্য প্রিয়গণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়পাত্র)। অস্যা কুণ্ডং (শ্রীমতীর কুণ্ড) তাদৃগেব (শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম) মুনিভিঃ অভিতঃ (সমস্ত মুনিগণকর্তৃক (সর্বতো-ভাবে) ব্যধায়ি (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে)। যৎ (যে প্রেম) প্রেষ্ঠৈঃ অপি (নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও) অলম্ অসুলভং (অত্যন্ত দুর্লভ) কিং পুনর্ভক্তিভাজাং (সাধক-ভক্তদিগের তো কথাই নাই) তৎপ্রেম (সেই প্রেম) ইদং সরঃ (এই সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) সকৃৎ অপি (একবার মাত্র) স্নাতুঃ (ভক্তিভরে স্নানকারিজনকে) আবিষ্করোতি (প্রদান করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ ১১। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত পাঁচটি রসের যে আশ্রয় বিগ্রহগণ তার মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বোত্তমা এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ের পাত্র এবং মাধুর্য্য লীলার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে শ্রীরাধা-কুণ্ডে। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যাহা রাধাকুণ্ড লীলায় চরম বিকাশ লাভ। সুতরাং রাধাকুণ্ড শ্রীমতী রাধিকার তুল্য পরম উত্তম। উহা রসিকগণের দ্বারাই রস শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রেম উদ্ধব নারদাদির ন্যায় প্রেষ্ঠবর্গেরও অতীব দুর্লভ। সুতরাং অন্যান্য সাধুদের পক্ষে কা কথা ? কিন্তু কোন সৌভাগ্যবান জীব যদি কোন প্রকারে শ্রীমতী রাধিকার

গণে গণিতা কোন প্রিয় নর্ম্ম সখীর প্রীতি ভাজন বা স্নেহে অভিষিক্ত হইতে পারেন তাঁর পক্ষেই শ্রীকুণ্ডের অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি হয়।

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ননু তদাশ্রয়াৎ কিং মিলতি ? তত্র তাদৃশোসিদ্ধান্তমেবোপসংহরন্ ততঃ প্রেমোপলব্ধিমাহ - কৃষ্ণস্যেতি। যৎ প্রেম কৃষ্ণ প্রিয়ত্বেন খ্যাতৈর্নারদাদিভিঃ অলং দুর্লভঃ তদীনাং তজ্জাতীয়প্রেমাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদপি প্রেমকর্মভূতং কর্তৃভূতমিদং সরঃ স্নাতুং সম্বন্ধে আবিষ্করোতি প্রকটয়তি। তৎ কো নাশ্রয়েদিতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা-লেশাৎ তদ্ভক্তানাং মুদে কৃতা। স্বপ্রাজ্ঞাদ্যানুসরেণেত্যুপদেশ-প্রকাশিকা ॥ রাধারমণদাসেন রাধারমণ-সেবিনা। গোবর্ধনোপালালস্য তনুজেন কৃতা ত্বিয়ম্ ॥ ইতি শ্রীউপদেশামৃতটীকা সমাপ্তা।

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা। তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণদয়িতা ॥ মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্ধারিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি' কুণ্ডে স্থির কৈল ॥ সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের দুর্লভ প্রেমসার ॥ নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড তা'রে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥ ১১ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণনদ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য-প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধক-

ভক্তদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি শ্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং **রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী** ॥ ১১ ॥

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্ গোস্বামি-বনমালিনঃ। তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুয়াথাত্মনিবেদিনঃ ॥ স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধ-হেতবে পুনঃ। ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুমনিবাসিনা ॥ প্রভোশ্চতুঃশতাব্দেহ দ্বাদশাব্দাধিকে যুগে। রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী ॥ শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু ॥

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-লিখিত)

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী ॥ মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥ নারদাদি প্রিয়বর্গের যে প্রেম দুর্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ ॥ কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর-রসেতে তাঁর স্নানে সিদ্ধি ধরে ॥ অপ্রাকৃত-ভাবে সদা-যুগলসেবন। রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥ ১১ ॥

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িত দাসেরে। কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন করে ॥ উপদেশামৃত-ভাষা করিল দুর্জ্জন। পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন ॥ উপদেশামৃত ধরি' রূপানুগভাবে। জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে সকল ভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥

ভাবীকালে বর্তমানে ভক্তের সমাজ। সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥ ভক্তিবিনোদ প্রভু অনুগ যে জন। দয়িতদাসের তাঁ'র পদে নিবেদন॥ দয়া করি' দোষ হরি' বল হরি হরি। উপদেশামৃতবারি শিরোপরি ধরি'॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীরাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুলা পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধক ভক্তের তো তাহা দূরের কথা, কিন্তু একবার মাত্র রাধাকুণ্ডস্নানকারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানস-ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তরকালে অপ্রাকৃত নিত্যদেহে সাক্ষাৎ নিত্য-সেবা-তৎপর হইয়া রাধাকুণ্ডস্নাত জনই সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্লভপদবী। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড-স্নান দুর্লভ। রাধাকুণ্ডে অপ্রকৃত স্নানের কথা, আর অধিক কি বলিব। স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্যন্ত লাভ করেন॥ ১১॥

গোবিন্দ বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ-বাণী, অপ্রকট কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে, বলিল শুনিল ভক্ত তথা॥ ১॥
গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব অমৃতের শেষ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি, লেখনীতে তাহা ধরি, কলিজীবে দিল ভবহর॥ ২॥
শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ পাশ, রহি' এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত টীকা, নাম তার প্রকাশিকা, অকিঞ্চন পায় যাতে রস॥ ৩॥

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি, আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীব দুঃখ মনে স্মরি', পাঠাইল এক নিজজনে ॥ ৪ ॥
ভক্তিবিনোদবর পীযূষবর্ষী কর উপদেশামৃত যাঁর মূর্তি।
উপাদেশামৃত রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে, জীবে করাইল কৃষ্ণ স্ফূর্তি ॥ ৫ ॥
কলিহত জীবগণ, উপদেশামৃত ধন, ছাড়ি' কৈল নবীন বিধান।
নদে'-নাগরীর মত, আর বা কহিব কত, কৃষ্ণ ত্যজি' মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥
এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি', কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্বল পেয়ে, মিছা ভক্তি ছাঁচ লয়ে, ভবসাগরেতে ডুবাইল ॥ ৭ ॥
বিপ্রলম্ভ মূর্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥
মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গদাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ ॥ ৯ ॥
কখন বাউল ব্রত, কখন নাগরী মত, নেড়া সহজিয়া কর্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তি-ধ্বজা ॥ ১০ ॥
কলিজন হয়ে কেহ, আপনাতে গৌরদেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনী কাঞ্চন আমি সার ॥ ১১ ॥
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরি, পারকীয় গৌর-প্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে ॥ ১২ ॥
কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজপ্রাণ দিয়া, রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি', থিয়সফি কাম ভজি,' প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি' ॥১৩॥
ভূত-প্রেত-বাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে নিজ ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়ায়েছি নিজ হরি, বলে তোরা হবি সঙ্গোপাঙ্গ ॥ ১৪ ॥
আমার গৌরাঙ্গ নহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তার সহ, নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তার সাথ, নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥

পার্ষদের যেই মত, তা'তে আমি নাহি রত, তাহাতে আমার কার্য নাই।
ভজনেতে আছে দুঃখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ, তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই ॥১৬॥
ঠাকুর নরোত্তম, নাশিয়া জগৎ ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন পথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি', ব্রজে নিজ হিয়া দিয়া ॥ ১৭ ॥
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গিণী, নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা দেবী ধাম হিয়া, তিনশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি ॥১৮॥
গোপী অনুগত হ'য়ে মানসে সেবিল হ্রয়ে, রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত, ভক্তির নাশক ভক্ত মানে ॥ ১৯ ॥
ভক্তিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ, আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম পদ স্মরি', মায়াপুরে প্রিয়া হরি, বসাইল জানি' নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥
রূপপ্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ, জগৎ-জীবেরে দেখাইল।
ভক্তিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত, উপদেশামৃত তার হৈল ॥ ২১ ॥
কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপ-শিক্ষামৃত যেই, গৌর-শিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ॥২২॥
শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমভাব, ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধি ছলে মৌনী তবে ॥ ২৩ ॥
অবলম্বি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজে লাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি' প্রকাশিল জ্বরা, অন্তর দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥
মিছা ভক্ত অভিমানে মূঢ় লোকে নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত-পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে, অবশেষে অপরাধ হায় ॥ ২৫ ॥
জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি', শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি কাজ, এবে তুমি করিয়া আচার ॥ ২৬ ॥
হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা, গোপীধন কথার কীর্তন।
পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, তার কর অনুবৃত্তি, প্রচার করহ অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

বিনোদের পদরেণু, স্মরি' যবে আরম্ভিনু, অনুবৃত্তি করিতে লিখন।
অষ্টশ্লোক হ'লে পর, ভক্তিবিনোদবর, বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥
অদ্য শুভ রাধাদিনে, কর কৃপা দীনহীনে, শুদ্ধ ভাগবত হরিজন।
অনুবৃত্তি সমাপিয়া, তবে করে সমর্পিয়া, দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥
গদাধরদিন ধরি,' পাইয়াছ গৌরহরি, ভক্তিবিনোদ প্রভুবর।
উপাদেশামৃত-ধারা, সিক্ত হ'য়ে ভবকারা-সুখমুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥
চৈতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হলে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি' চিন্তি গৌরপদশশী, লভি সুখ রূপানুগ যশে ॥ ৩১ ॥

অনুবৃত্তি সমাপ্ত

শ্রীচৈতন্যের দয়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারে প্রেমভক্তি লাভ

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ

শ্রীনাম

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।

তুলসী মালায় সংখ্যা নাম

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

শ্রীনামের আচার

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

শ্রীনামের প্রচার

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তাই 'গুরু' তিনিই 'সাধু'

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার সর্বজন ॥

কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম ॥

নাম সাধন—শ্রবণ-কীর্তন, শ্রীনাম সংকীর্তনে জাতি-বিচার নাই

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণ-প্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

শ্রীনাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন, সাপরাধ-নামে ভক্তিলতা বীজ অংকুরিত হয় না

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

নামাভাসে পাপনাশ, ভবক্ষয়, মুক্তি

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

শুদ্ধনামের ফলে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার

প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥

নামোদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥

গোস্বামিপাদ-বচন

শ্রীগৌরনিতাই জগদ্‌গুরু, তদাশ্রয় কৃষ্ণনাম

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।

কপটতা, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, পরিত্যাজ্য

কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে।
নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল
ফলে ॥

লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণব-সদাচার

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ —এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

অসৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম উদয় হয় না

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্তি পান

যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান অপমান।

যুক্তবৈরাগ্য সমাশ্রয়ে কৃষ্ণের সংসার কর

অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যা'তে দেহরঙ্গ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

বর্ণাশ্রম-ত্যাগে কৃষ্ণভজন ;	এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম । অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥
শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ	শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ । তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥ শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ । কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম ॥
অকিঞ্চনতা ভিন্ন কৃষ্ণভজন হয় না	প্রভু কহে—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয় । অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম ॥
অপ্রাকৃত স্বরূপ-দেহে কৃষ্ণভজন	সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময় । অপ্রাকৃত-দেহে তাঁ'র চরণ ভজয় ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু ।

ওঁ হরি ওঁ ।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরেভ্যো নমঃ

প্রাকৃতরস-শতদূষণী

[জগতে উচ্চতর শ্রেণীর মানবগণের মধ্যে পারলৌকিক বিশ্বাসরাজ্যে ভ্রমণ করিবার তিনটি পথ আছে, তাহা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-নামে প্রসিদ্ধ। বদ্ধদশায় জীবের অনিত্য ভোগময় ফলপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানকে কর্মমার্গ, নশ্বরতা ত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক অনিত্য ফল ত্যাগ করিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে জ্ঞানমার্গ এবং কর্মজ্ঞানাতীত প্রকৃতির অতীত সেব্যবস্তু কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনকে ভক্তিমার্গ বলে।

ভক্তিমার্গে সাধন ও সাধ্যভেদে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির অধিষ্ঠানত্রয় দেখিতে পাওয়া যায়। সাধ্য ভাবসমূহ ও প্রেমকে সাধনজাতীয় অনুশীলন জ্ঞান করিলে যে উৎপাত উপস্থিত হয়, সেই অসুবিধার হস্ত হইতে উন্মুক্ত হওয়ার নাম অনর্থ নিবৃত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অপূর্ব পরমচমৎকারময়ী লীলা ও সেই লীলার পরিকর গোস্বামিগণের অনুষ্ঠানাদি এই প্রবন্ধের আকরস্থান।]

প্রাকৃত চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না।
জড়ীয় প্রাকৃতরস শুদ্ধভক্ত গায় না॥
প্রাকৃতরসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না।
রতি বিনা যেই রস তাহা গুরু দেয় না॥
নাম রস দুই বস্তু রস ভক্ত কভু জানে না।
নাম রসে ভেদ আছে, ভক্ত কভু বলে না।
'অহংমম' ভাবসত্ত্বে নাম কভু হয় না।
ভোগবুদ্ধি না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥
প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণসেবা হয় না।
জড়বস্তু কোন কালে অপ্রাকৃত হয় না॥

জড়সত্তা বর্তমানে চিৎ কভু হয় না।
জড়বস্তু চিৎ হয় ভক্তে কভু বলে না ॥
জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কভু করে না।
জড়-ভোগ, কৃষ্ণসেবা—কভু সম হয় না ॥
নিজ-ভোগ্য কামে ভক্ত 'প্রেম' প্রভু বলে না।
'রসে ডগমগ আছ' শিষ্যে গুরু বলে না ॥
'রসে ডগমগ আমি' কভু গুরু বলে না।
জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না ॥
জড়রস-গানে কভু শ্রেয়ঃ কেহ লভে না।
কৃষ্ণকে প্রাকৃত বলি' ভক্ত কভু গায় না ॥
নামকে প্রাকৃত বলি কৃষ্ণে জড় জানে না।
কৃষ্ণনামরসে ভেদ শুদ্ধভক্ত মানে না ॥
নাম-রসে ভেদ আছে, গুরু শিক্ষা দেয় না।
রস লাভ করি' শেষে সাধন ত' হয় না ॥
কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় না।
রস হৈতে কৃষ্ণনাম বিলোমেতে হয় না ॥
রস হৈতে রতি-শ্রদ্ধা কখনই হয় না।
শ্রদ্ধা হৈতে রতি ছাড়া ভাগবত গায় না ॥
রতি যুক্ত রস ছাড়া শুদ্ধভক্ত বলে না।
সাধনেতে রতি রস গুরু কভু বলে না ॥
ভাবকালে যে অবস্থা সাধনাগ্রে বলে না।
বৈধী শ্রদ্ধা সাধনেতে রাগানুগা হয় না ॥
ভাবের অঙ্কুর হ'লে বিধি আর থাকে না।
রাগানুগা শ্রদ্ধা মাত্রে জাতরতি হয় না ॥

অজাতরতিতে কভু ভাবলব্ধ হয় না।
রাগানুগ সাধকেরে জাতভাব বলে না ॥
রাগানুগ সাধকেরে লব্ধরস বলে না।
রাগানুগ সাধ্যভাব রতিছাড়া হয় না ॥
ভাবাঙ্কুর-সমাগমে বৈধী ভক্তি থাকে না।
রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না ॥
রাগানুগা বলিলেই প্রাপ্তরস জানে না।
বিধি-শোধ্য জনে কভু রাগানুগ বলে না ॥
সাধনের পূর্বে কেহ ভাবাঙ্কুর পায় না।
জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে রতি কভু হয় না ॥
জাতভাব না হইলে রসিক ত' হয় না।
জড়ভাব না ছাড়িলে রসিক ত' হয় না ॥
মূলধন রসলাভ রতি-বিনা হয় না।
গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষমূলে পায় না ॥
সাধনে অনর্থ আছে, রসোদয় হয় না।
ভাবকালে নামগানে ছলরস হয় না ॥
সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না।
সম্বন্ধহীনের কভু অভিধেয় হয় না ॥
সম্বন্ধবিহীন জন প্রয়োজন পায় না।
কুসিদ্ধান্ত ব্যস্ত জন কৃষ্ণসেবা করে না ॥
সিদ্ধান্ত-অলস জন অনর্থ ত' ছাড়ে না।
জড়ে কৃষ্ণ ভ্রম করি' কৃষ্ণসেবা করে না ॥
কৃষ্ণনামে ভক্ত কভু জড়বুদ্ধি করে না।
অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না ॥

অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না।
অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ সেবা হয় না॥
রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্তি নাম ছাড়া হয় না।
রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণ নাম হয় না॥
রূপ হৈতে নাম-স্ফূর্তি, গুরু কভু বলে না।
গুণ হৈতে নাম-স্ফূর্তি, গুরু বলে না॥
লীলা হইতে নাম-স্ফূর্তি, রূপানুগ বলে না।
নাম-নামী দুই বস্তু, রূপানুগ বলে না॥
রস আগে, রতি পাছে, রূপানুগ বলে না।
রস আগে, শ্রদ্ধা পাছে, গুরু কভু বলে না॥
রতি আগে, শ্রদ্ধা পাছে, রূপানুগ বলে না।
ক্রম পথ ছাড়ি' সিদ্ধি রূপানুগ বলে না॥
মহাজন-পথ ছাড়ি' নব্যপথে ধায় না।
অপরাধ-সহ নাম কখনই হয় না॥
নামে প্রাকৃতার্থ-বুদ্ধি ভক্ত কভু হয় না।
অপরাধ-যুক্ত নাম ভক্ত কভু লয় না॥
নামেতে প্রাকৃত-বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
কৃষ্ণরূপে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না॥
কৃষ্ণগুণে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
পরিকর-বৈশিষ্টকে প্রাকৃত ত' জানে না॥
কৃষ্ণলীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না।
কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না॥
জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না।
জড়াশক্তি-বসে রসে কৃষ্ণজ্ঞান করে না॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ—কভু জড় বলে না।
কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা—কভু জড় বলে না॥
জড়রূপে অনর্থেতে কৃষ্ণভ্রম করে না।
কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণে জড়বুদ্ধি করে না॥
নাম রূপ-গুণ-লীলা জড় বলি' মানে না।
জড়নাম-রূপ-গুণে কৃষ্ণ কভু বলে না॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত নাম ছাড়া বলে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত রূপ ছাড়া দেখে না॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত গুণ ছাড়া শুনে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত লীলাছাড়া সেবে না॥
অনর্থ থাকার কালে জড়রূপে মজে না।
অনর্থ থাকার কালে জড়গুণে মিশে না॥
অনর্থ থাকার কালে জড়লীলা ভোগে না।
অনর্থ থাকার কালে শুদ্ধনাম ছাড়ে না॥
অনর্থ থাকার কালে রসগান করে না।
অনর্থ থাকার কালে সিদ্ধি-লব্ধ বলে না॥
অনর্থ থাকার কালে লীলাগান করে না।
অনর্থনিবৃত্তি-কালে নাম জড় বলে না॥
অনর্থনিবৃত্তি-কালে রূপে জড় দেখে না।
অনর্থনিবৃত্তি-কালে গুণে জড় বুঝে না॥
অনর্থনিবৃত্তি-কালে জড় লীলা সেবে না।
রূপানুগ গুরুদেব শিষ্য-হিংসা করে না॥
গুরু ত্যজি' জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না।
মহাজন-পথে দোষ কভু গুরু দেয় না॥

গুরু-মহাজন বাক্যে ভেদ কভু হয় না।
সাধনের পথে কাঁটা সদ্‌গুরু দেয় না॥
অধিকার বিচার রূপানুগ করে না।
অনর্থ-অন্বিত দাসে রসশিক্ষা দেয় না॥
ভাগবত পদ্য বলি' কুব্যাখ্যা ত' করে না।
লোক-সংগ্রহের তরে ক্রমপথ ছাড়ে না॥
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি' টানে না।
রূপানুগ ক্রমপথ বিলোপ ত' করে না॥
অনর্থকে 'অর্থ' বলি' কুপথেতে যায় না।
প্রাকৃত-সহজ-মত অপ্রাকৃত বলে না॥
অনর্থ না গেলে শিষ্যে জাতরতি বলে না।
অনর্থবিশিষ্ট শিষ্যে রসতত্ত্ব বলে না॥
অশক্ত কোমলশ্রদ্ধে রসকথা বলে না।
অনধিকারীরে রসে অধিকার দেয় না॥
বৈধভক্তজনে কভু রাগানুগ জানে না।
কোমলশ্রদ্ধকে কভু রসিক ত' জানে না॥
স্বল্পশ্রদ্ধজনে কভু জাতরতি মানে না।
স্বল্পশ্রদ্ধজনে রস উপদেশ করে না॥
জাতরতি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ-সঙ্গ-ত্যাগ করে না।
কোমলশ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না॥
কৃষ্ণের সেবন লাগি' জড়রসে মিশে না।
রসোদয়ে কোন জীবে 'শিষ্যবুদ্ধি' করে না॥
রসিক-ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না।
রসিকজনের শিষ্য এইভাব ছাড়ে না॥

সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় ত' হয় না।
রাগানুগ জানিলেই সাধন ত' ছাড়ে না॥
ভাব না হইলে কভু রসোদেয় হয় না।
আগে রসোদয়, পরে রত্যুদয় হয় না॥
আগে রত্যুদয়, পরে শ্রদ্ধোদয় হয় না।
রসাভীষ্ট লভি' পরে সাধন ত' হয় না॥
সামগ্রীর অমিলনে স্থায়ীভাব হয় না।
স্থায়ীভাব-ব্যতিরেকে রসে স্থিতি হয় না॥
ভোগে মন, জড়ে শ্রদ্ধা চিৎ প্রকাশ করে না।
নামে শ্রদ্ধা না হইলে জড়বুদ্ধি ছাড়ে না॥
জড়বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না।
নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না॥
নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না॥
গুণকে বুঝিলে জড় কাম দূর হয় না।
লীলাকে পুরিলে জড়ে কাম দূর হয় না॥
নামে জড় ব্যবধানে রূপোদয় হয় না।
নামে জড়-ব্যবধানে গুণোদয় হয় না॥
জড়ভোগ-ব্যবধানে লীলোদয় হয় না।
অপরাধ-ব্যবধানে রসলাভ হয় না॥
অপরাধ-ব্যবধানে নাম কভু হয় না।
ব্যবহিত লীলাগানে কাম দূর হয় না॥
অপরাধ-ব্যবধানে সিদ্ধদেহ পায় না॥
সেবোপকরণ কর্ণে না শুনিলে হয় না।
জড়োপকরণ দেহে লীলা শোনা যায় না॥
সেবায় উন্মুখ হ'লে জড়কথা হয় না।
নতুবা চিন্ময় কথা কভু শ্রুত হয় না॥